মাতারবাড়িতে ওরিয়নের পরিবেশ-বিধ্বংসী

৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করুন

সমস্যাবলি

- ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ
- মেয়াদোত্তীর্ণ পিপিএ
- অনৈতিক জমির ইজারা
- বেআইনি ব্যাংক ঋণ
- জ্বালানি আমদানির চাপ
- ক্যাপাসিটি চার্জের বোঝা
- অত্যধিক কার্বন নির্গমন
- পরিবেশ-প্রতিবেশ বিনষ্ট
- জীবন-জীবিকা ধ্বংস
- স্বাস্থ্য ও জীবনহানি

প্রকাশক

- বাংলাদেশের প্রতিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক কর্মজোট (বিডাব্লিউজিইডি)
- উপকূলীয় জীবনযাত্রা ও পরিবেশ কর্মজোট (ক্লিন)
- সংশপ্তক
- প্রতিবেশ ও উন্নয়ন ফোরাম চট্টগ্রাম

সারসংক্ষেপ

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর 'থ্রি জিরো' নীতির জন্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত। এ থ্রি জিরো'র একটি হলো 'জিরো কার্বন' যার লক্ষ্য হলো ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর কার্বন নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনা। ওরিয়ন মাতারবাড়ি ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র 'থ্রি জিরো' নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। এ ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানির বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মিত হলে পৃথিবীব্যাপী তাঁর সুনাম নষ্ট হবে।

বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় ২০১৩ সালে ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিমিটেডের প্রস্তাবিত মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। ২০১৬ সালের এপ্রিলে ওরিয়নের সঙ্গে পিডিবি ২৫ বছর মেয়াদি বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি (পিপিএ) স্বাক্ষর করে।

পিপিএ অনুসারে ২০২০ সালের জানুয়ারির মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণই শুরু হয়নি। ওরিয়নকে বিশেষ সুবিধা দিতে পিডিবি ২০২২ সালে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি মাতারবাড়িতে সরিয়ে নিতে বলে। এছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের মেয়াদ ২০২৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়া হয়। এভাবে কয়েক দফায় মেয়াদ বাড়িয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সময় দেয়া হয়েছে।

শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড, কোরিয়া ও চীন থেকে ঋণ পাওয়া যাবে বলে জানানো হলেও অধিকাংশ দেশ কয়লা খাতে বিনিয়োগ বন্ধের ঘোষণা দিলে বিদ্যুৎকেন্দ্রের অর্থায়ন আটকে যায়। এরপর ২০২০ সালে ওরিয়ন গ্রুপ রিজার্ভ থেকে ঋণ নিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। এখানেও ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনে তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ১০,৫৭৯ কোটি টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়।

শুধু ঋণই না, ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকারি কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিপিজিসিবিএল) মাতারবাড়িতে সরকারি মালিকানাধীন ২২৫ একর জমি ওরিয়ন গ্রুপকে ইজারা দিয়ে দেয়। এই জায়গায় ৪৯২ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনের কথা থাকলেও তা বেসরকারি কোম্পানির জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে চলে যায়।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মিত হলে বছরে ৪১ লক্ষ ৩৮ হাজার টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ ৪.৬১ লক্ষ টন ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হতে পারে যা মানবস্বাস্থ্য ও ফসলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এছাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে বছরে ১,৩২৮ টন ফ্লাইঅ্যাশ ও ১৩৩ টন বটম অ্যাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে যা বক্ষব্যাধি ও ক্যান্সারের অন্যতম কারণ। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) প্রতিবেদনে ক্ষুদ্র বস্তুকণা নির্গমনের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে বছরে ১০৫ কেজি পারদ ও ৬০৮ কেজি সেলেনিয়ামসহ ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ও সীসার মতো বিষাক্ত ভারী ধাতু নির্গত হবে যার ফলে প্রজননস্বাস্থ্য, বক্ষব্যাধি, স্মৃতিভ্রষ্টতা ও দৃষ্টিহীনতায় ভুগে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। আশ্চর্য হলেও সত্য, ওরিয়নের ইআইএ প্রতিবেদনে পারদ ও অন্যান্য ভারী ধাতু নির্গমনের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি।

বছরে ৪১.৩৮ লক্ষ টন ও ২৫ বছরে ২৫৮ কোটি ৬২ লাখ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন বাড়লে বৈশ্বিক জলবায়ু আন্দোলনে বাংলাদেশের অবস্থান ক্ষুণ্ন হবে। প্রতিটন ১৫.২৭ ডলার হিসেবে নির্গত কার্বনের মূল্য দাঁড়াবে বছরে ৭৫৫ কোটি টাকা এবং ২৫ বছরের মেয়াদে ১৮ হাজার ৮৭৫ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটির কয়লা আমদানিতে প্রতি বছর ১,৫৮৭ কোটি ও ২৫ বছরে ৩৯ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়ে যাবে। এছাড়া বছরে কমপক্ষে ৩ হাজার ৫৯ কোটি ও আগামী ২৫ বছরে ৭৬ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। এছাড়া মানবস্বাস্থ্য ও ফসলের ক্ষতি হবে বছরে ২ হাজার ২০৩ কোটি ও ২৫ বছরে ৫৫ হাজার ৮৪ কোটি টাকা।

এই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া থামানোর জন্য প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত 'থ্রি জিরো' বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ওরিয়ন মাতারবাড়ি ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইআইএ প্রতিবেদন, অনুমোদিত ঋণ, বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি ও জমির ইজারা বাতিল করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

শূন্য কার্বনের স্বপ্ন ও বাস্তবতা

অত্যাধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, সালফার অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইডসহ অন্যান্য দূষণের কারণে কয়লা পৃথিবীতে 'ডার্টি এনার্জি' বা নোংরা জ্বালানি নামে পরিচিত[১]। বাংলাদেশে কয়লাবিদ্যুতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী দেশ হলো চীন আর জাপান। ২০২১ সালে চীন ঘোষণা করেছে, তারা বিশ্বের কোন দেশেই কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে আর কোন বিনিয়োগ করবে না[২]। জাপানও ২০২২ সালে মাতারবাড়ির দ্বিতীয় কয়লা-বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বিনিয়োগ সরিয়ে নিয়েছে[৩]।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বহুকাল ধরে 'থ্রি-জিরো' বা 'তিন-শূন্য'র কথা বলে আসছেন। তাঁর ঘোষিত তিনটি জিরো হলো : জিরো পোভার্টি, জিরো আনএমপ্লয়মেন্ট ও জিরো কার্বন[৪]। এই শেষোক্ত 'জিরো কার্বন' বা শূন্য নির্গমনের সাথে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর ব্যাপারটি জড়িত। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন এই 'থ্রি জিরো' প্রচারণার জন্য[৫,৬]। ড. ইউনূস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান হওয়ায় তাঁর প্রস্তাবিত 'জিরো কার্বন' নীতি বাংলাদেশে বাস্তবায়নের এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু মনে হচ্ছে, প্রত্যাশা ও বাস্তবতার ফারাক খুব বেশি। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দেশের জলবায়ু ও জ্বালানি খাতে সবুজায়নের প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে আশা করা হয়েছিল। গদিকেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় ধনী নোংরা জ্বালানি ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম থেকে জ্বালানি খাত মুক্ত হবে এবং জনগণের করের টাকা সামান্য হলেও বেঁচে যাবে - এমন প্রত্যাশাই করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো - বিতর্কিত ওরিয়ন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিলের কোনো উদ্যোগ তাঁরা নেননি। অথচ পরিকল্পনা থেকে সব ধরনের কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করাটাই ছিল কাঙ্ক্ষিত।

ওরিয়ন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র

বিতর্কিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইনের আওতায় ২০১৩ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তৎকালীন সরকার ওরিয়ন গ্রুপের উদ্যোগে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় ৬৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদন করে[৭]। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের ২১ এপ্রিল বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) ও ওরিয়ন পাওয়ার ইউনিট-২ ঢাকা লিমিটেডের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি (পিপিএ) স্বাক্ষরিত হয়[৮]। পিপিএ অনুসারে, চুক্তি পরবর্তী ৪৫ মাস বা ২০২০ সালের জানুয়ারির মধ্যে থেকে উৎপাদনের কথা[৯]। ওরিয়ন নির্ধারিত সময়ে উৎপাদন তো দূরের কথা, নির্মাণকাজই শুরু করতে না পারায় ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে পিডিবি বিদ্যুৎকেন্দ্রটি মহেশখালী এলাকায় সরিয়ে নেয়ার পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি ২০২৬ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করে দেয়[১০]।

২০২৬ সালের ডিসেম্বরে উৎপাদন শুরু করতে হলে ২০২২ সালের মার্চে নির্মাণ শুরু করতে হতো। কিন্তু ওরিয়ন তাতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে বিপিডিবি পিপিএ বাতিল করে দিতে পারতো। কিন্তু সেটা না করে ২০২৩ সালের অক্টোবরে বিদ্যুৎকেন্দ্রটির মেয়াদ ২০২৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়[১১]। আবার ব্যর্থতার লক্ষণ দেখতে পেয়ে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ২০৩০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে[১২]। এই 'এক্সটেনশন' না দিলে চুক্তিটি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যেতে পারে। নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ২০২৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বর সংবাদ সম্মেলনে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, জ্বালানি উপদেষ্টা ও পরিবেশ উপদেষ্টার কাছে এ দাবিটিই করা হয়[১৩]।

এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কোনো ক্রমেই ২০২৬ সালের মধ্যে নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এর পরে নির্মাণ করলে ২০৫০ সালে শতভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে না। এছাড়া, স্থান পরিবর্তনের কারণে ভূমি অধিগ্রহণ ও জ্বালানি খাতের খরচ ২০১৬ সালের চুক্তিতে নির্ধারিত টাকার তুলনায় কমে যাবে। অন্যান্য কারণ বাদ দিলে, শুধু এ দুটি কারণেই এ বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি (পিপিএ) বাতিল করা দরকার।

ভূমি অধিগ্রহণ

২০২৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ (সিপিজিসিবিএল)-এর মালিকানাধীন মাতারবাড়ি দ্বীপের ২২৫ একর জমি ওরিয়ন পাওয়ারকে ইজারা দেয়া হয়[১৪]। অথচ, একই জমিতে সিপিজিসিবিএল ৪৯২ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি-ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে[১৫]। পরিকল্পনার পুরোপুরি বিপরীতে গিয়ে সরকারি জমি অনৈতিকভাবে বেসরকারি কোম্পানির মুনাফা অর্জনের জন্য দিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ইজারা বাতিলের দাবিতে ২০২৪ সালের ৩০ অক্টোবর নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে মাননীয় আইন উপদেষ্টা, জ্বালানি উপদেষ্টা, ভূমি উপদেষ্টা ও সিপিজিসিবিএল-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট আবেদন জানানো হয়[১৬]। অবিলম্বে এ ইজারা বাতিল না করলে তা রাষ্ট্রীয় সম্পদ অপব্যবহারের একটি উদাহরণ হয়ে থাকবে।

অর্থায়ন

শুরুতে মার্কিন এক্সিম ব্যাংক, কোরিয়ান এক্সিম ব্যাংক[১৭], পোল্যান্ডের কুকে ও চীনের সিনোশিওরের[১৮] কাছ থেকে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ঋণ পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়[১৯]। তবে এসবের কোনোটাই আলোর মুখ দেখেনি। ২০২০ সালের জুলাইতে ওরিয়ন গ্রুপ রাষ্ট্রায়ত্ব রূপালী ব্যাংকের সহায়তায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ঋণ নিয়ে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। ঋণের ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে রূপালী ব্যাংক পিছু হঠে যায়[২০]। এরপর অগ্রণী ব্যাংক ৭ হাজার ৪৯৭ কোটি টাকার (৯০৬.১৭ মিলিয়ন ডলার) সিন্ডিকেট ঋণ দিতে রাজি হয়েছিলো[২১]। কিন্তু আইনি বাধা থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক সেটা আর দিতে পারেনি[২২]। এরপরই নতুন কৌশল গ্রহণ করা হয়।

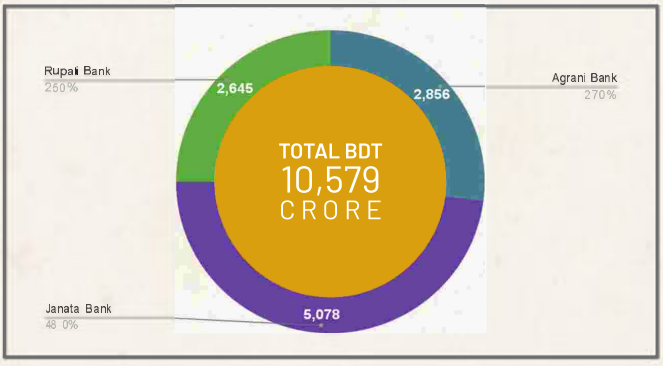

আইন অনুসারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মূলধনের সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশ কোনো একক ঋণগ্রহীতাকে দিতে পারে। ২০২২ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের এ বাধ্যবাধকতা তুলে দেন এবং ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ওরিয়নের মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্রে ঋণ দেয়ায় অনাপত্তিপত্র দিয়ে দেন[২৩]। এর পরই তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য যৌথভাবে ১০ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকা ঋণ দেয়ার ঘোষণা দেয়। এতে জনতা ব্যাংক ৫ হাজার ৭৮ কোটি

টাকা, অগ্রণী ব্যাংক ২ হাজার ৮৫৬ কোটি টাকা ও রূপালী ব্যাংক ২ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা অর্থায়নের কথা। পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক আহসান এইচ মনসুর এ ঋণের সমালোচনা করে বলেছিলেন, কয়লা নয়, আমাদের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে অর্থায়ন করা দরকার[২৪]। গত ১৪ আগস্ট ওরিয়নের সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পে রূপালী ব্যাংকের দেয়া ১,৫৫২ কোটি টাকার ঋণ বাতিল করা হয়[২৫]। ড. মনসুর বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দায়িত্ব নেয়ায় কয়লা-বিদ্যুতের ঋণ বাতিল করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব।

পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব

মাতারবাড়ি ৬৩৫ মেগাওয়াট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ)-এর উপর মতামত নেয়ার জন্য ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়[২৬]। ইআইএ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে কমপক্ষে ৪.১৪ মিলিয়ন টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড, ১,৭৭৩ টন কার্বন মনোক্সাইড, ১,২৭৭ টন নাইট্রোজেন অক্সাইড ও ৪৯৬ টন সালফার অক্সাইড নির্গত হতে পারে। এসব গ্যাস স্থানীয় পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ওরিয়নের ইআইএ'তে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া অন্য কোনো গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে প্রতিদিন ৩৬৪ টন ফ্লাই অ্যাশ ও ৭২.৮ টন বটম অ্যাশ নির্গত হবে যার ৯৯ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করা হবে বলে ইআইএ'তে বলা হয়েছে[২৭]। এরপরও বছরে ১,৩২৮ টন ফ্লাইঅ্যাশ ও ১৩৩ টন বটম অ্যাশ আশেপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে। ২৫ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৩৩,১৯৭ টন ও ৩,৩২১ টন। ফ্লাইঅ্যাশ থেকে মানুষ অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস ও ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। ছড়িয়ে পড়া সূক্ষ্ম ছাই গাছপালা ও ফসলেরও ক্ষতিসাধন করবে। অদ্ভুতভাবে, সূক্ষ্ম পদার্থকণার (পিএম ২.৫) পরিমাণ সম্পর্কে ইআইএ'তে কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

সাধারণত একটি ১০০ মেগাওয়ট কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি বছর ১৬.৫ কেজি পারদ নির্গত হয়[২৮]। এ হিসেবে ওরিয়নের মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে ১০৫ কেজি পারদ নির্গত হবে। এ পারদ ফসল ও মাছের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে। পারদ সংক্রমণে, বিশেষত শিশু ও গর্ভবতী নারীরা, বক্ষব্যাধি, দৃষ্টিহীনতা, স্নায়বিক ব্যাধি ও ক্যান্সারে ভুগে, এমনকি, মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারেন[২৯]। কিন্তু ওরিয়নের ইআইএ প্রতিবেদনে পারদ নির্গমন বিষয়ে কিছুই বলা হয়নি।

কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে প্রতি মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৮.৬ গ্রাম আর্সেনিক, ০.৪ গ্রাম ক্যাডমিয়াম, ১৭ গ্রাম ক্রোমিয়াম, ১৭.৫ গ্রাম সীসা ও ১২৮.৫ গ্রাম সেলেনিয়াম নির্গত হয়। এ হিসেবে ওরিয়নের বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে ৪১ কেজি আর্সেনিক, ২ কেজি ক্যাডমিয়াম, ৮০ কেজি ক্রোমিয়াম, ৮৩ কেজি সীসা এবং ৬০৮ কেজি সেলেনিয়াম প্রতিবেশে ছড়িয়ে পড়বে। এসব ভারী ধাতু মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমানো, কিডনি বিনষ্ট, জননাঙ্গের ক্ষতি, স্মৃতিভ্রষ্টতা, ক্যান্সার, বক্ষব্যাধি, অ্যালার্জি ও চর্মরোগের কারণ হতে পারে। মাতারবাড়ির প্রতি লিটার পানিতে ইতোমধ্যেই ০.৬২ মিগ্রা ক্রোমিয়াম ও ৩৪.২ পিপিএম সীসা পাওয়া গেছে[৩০]। কিন্তু ইআইএ প্রতিবেদনে এসব ভারী ধাতু সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

ইতোমধ্যেই মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে ১৭৪ কোটি টন উচ্চতাপের পানি সাগরে ফেলা হচ্ছে[৩১]। ওরিয়নের ইআইএ অনুসারে, এ বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে প্রতি বছর আরও ৭০ কোটি টন উচ্চতাপের পানি সাগরে ফেলা হবে[৩২], যা উপকূলের জীবকণার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করবে। এর ফলে, মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী টিকতে পারবে না। এতে, উপকূলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জেলেরা জীবিকা হারিয়ে আরও দারিদ্র্যের শিকার হবে। ইতোমধ্যেই বহু জেলে পরিবার বাস্তুচ্যুত ও পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়েছে।

নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বিগত ৩০ অক্টোবরের পত্রে ইআইএ বাতিল করার জন্য মাননীয় পরিবেশ উপদেষ্টার কাছে আবেদন করা হয়। গত পহেলা মার্চ মাতারবাড়ির স্থানীয় জনসাধারণ ক্ষোভ জানিয়ে মানববন্ধনেরও আয়োজন করে। এরপর জানা যায় যে, ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ ইআইএ অনুমোদন করা হয়েছে। তবে, এ নিবন্ধ লেখার সময়ও ইআইএটি পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে মতামত অংশে উন্মুক্ত রয়েছে। সরকার যৌক্তিক কারণে যে কোনো সময় এ ইআইএ বাতিল করতে পারে। কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের ইআইএ বাতিলে বাংলাদেশের পরিবেশ, অর্থনীতি ও জলবায়ু ঝুঁকিই যথেষ্ট।

কার্বন নির্গমন

বিদ্যুৎকেন্দ্রটিতে আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল (ইউএসসি) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। ইআইএ অনুসারে, এর ফলে বছরে প্রায় ২৭ লাখ টন কার্বন নির্গত হবে[৩৩], যা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) নির্ধারিত ২৫ হাজার টনের ১০৮ গুণ[৩৪] এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) নির্ধারিত ১ লাখ টনের ২৭ গুণ বেশি[৩৫]। ভবে, ইআইএ অনুযায়ী ৮৫ শতাংশ লোড ফ্যাক্টরে এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বছরে ৪৭২.৮২ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। আল্ট্রা-সুপারক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এতে বছরে ৪১ লাখ ৩৮ হাজার টন কার্বন নির্গত হতে পারে। এর অর্থ হলো, ২৫ বছরের মেয়াদকালে বিদ্যুৎকেন্দ্রটি থেকে ২৫৮.৬২ কোটি টন কার্বন নির্গমনের শঙ্কা রয়েছে। এডিবি, আইএফসি ও এশীয় গড় হিসেবে প্রতিটন কার্বনের মূল্য ১৫.২৭ ডলার (২,০৯১ টাকা) ধরলে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্গত কার্বনের মূল্য দাঁড়ায় বছরে ৭৫৫ কোটি টাকা ও ২৫ বছরে মোট ১৮,৮৭৫ কোটি টাকা।

অর্থনৈতিক প্রভাব

বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রটি চালানোর জন্য প্রতিদিন ৪ হাজার ৪২ টন ও বছরে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার টন সাব-বিটুমিনাস কয়লা অস্ট্রেলিয়া বা ইন্দোনেশিয়া থেকে আমদানি করা হবে[৩৬]। প্রতি টন ৯০ ডলার (১০,৭৫৬ টাকা) দরে এজন্য খরচ করতে হবে বছরে ১৩২.৮ মিলিয়ন ডলার বা ১,৫৮৭ কোটি টাকা, যা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে চলে যাবে। এছাড়া বয়লার চালু করতে আরো ৫০০ টন ডিজেল প্রয়োজন হবে।

পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াটসহ দেশে চলমান ৬,৬৯১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ছয়টি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের বার্ষিক কয়লার চাহিদা ২ কোটি ১৪ লাখ টন যা কিনতে প্রায় ২২ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা (১.৯২ বিলিয়ন ডলার) দরকার। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতির কারণে কয়লা আমদানি করতে না পারায় চালু বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পূর্ণমাত্রায় চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় ওরিয়নের কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্র মরার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিতে পারে।

পিডিবির ২০২৪-২৫ সালের প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে এ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ৬ টাকা ৪৭ পয়সা হারে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। এর ফলে বছরে ৩ হাজার ৫৯ কোটি টাকা এবং ২৫ বছর মেয়াদে মোট ৭৬ হাজার ৪৭৮ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও জাতীয় অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে প্রতি ইউনিট কয়লাবিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গিয়ে মানবস্বাস্থ্য ও ফসলের যে ক্ষতি হয় তার মূল্য ০.০৩৯ ডলার (৪.৬৬ টাকা)[৩৭]। এ হিসেবে ওরিয়ন মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের কারণে স্থানীয় জনসাধারণের বছরে ২ হাজার ২০৩ কোটি টাকা ও ২৫ বছরে ৫৫ হাজার ৮৪ কোটি টাকার ক্ষতি হবে। কিন্তু, ইআইএ প্রতিবেদন অনুসারে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই।

আমাদের দাবি

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার 'থ্রি জিরো' নীতির অন্যতম স্তম্ভ 'জিরো কার্বন' নিশ্চিত করার জন্য কয়লাসহ সকল প্রকার জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা এবং সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে :

১. পারদসহ অতি-ক্ষতিকর দূষক পদার্থের উল্লেখ না করায় অবিলম্বে ওরিয়ন মাতারবাড়ি কয়লা-বিদ্যুৎকেন্দ্রের ত্রুটিপূর্ণ ইআইএ বাতিল করুন।

২. নির্ধারিত সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যর্থ হওয়ায় ওরিয়ন পাওয়ারের সঙ্গে ২০১৬ সালে স্বাক্ষরিত পিপিএ বাতিল করুন।

৩. ব্যাংক কোম্পানি আইন লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক থেকে ওরিয়ন পাওয়ারের ১০ হাজার ৫৭৯ কোটি টাকার ঋণ প্রস্তাব বাতিল করুন।

৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিকল্পনা-বিরোধী ইজারা বাতিল করে সরকারি ২ হাজার একর জমিতে অতিদ্রুত সৌর ও বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করুন।

৫. কয়লা-বিদ্যুৎসহ আর কোনো জীবাশ্ম জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন না করার প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার 'থ্রি জিরো' নীতি বাস্তবায়ন করুন।

তথ্যসূত্র

১. McLaughlin, T. (2018). "U.S. clean coal program fails to deliver on promised smog cuts". Reuters: 3 December 2018

২. Ni, V. & Sullivan, H. (2021). "Big line in the sand: China promises no new coal-fired power projects abroad". Guardian: 22 September 2021

৩. Sajid, E. (2022). "Japan cancels financing Matarbari coal project phase 2". The Business Standard (TBS): 22 June 2022

৪. YC (2017). A World of Three Zeros. Yunus Centre (YC): 2 November 2017

৫. DT (2025). "Ex-US vice president Al Gore lauds Yunus's three-zero theory". Dhaka Tribune (DT): 24 January 2025

৬. Observer (2025). "WCC endorses CA's 'Three Zero World' vision: Reverend Pillay". Daily Observer: 13 April 2025

৭. Munshiganj24 (2016). "Munshiganj to see 635MW Coal Power Plant". Munshiganj24.com: 22 April 2016

৮. Daily Sun (2016). "Govt finalises PPA with Orion Group". Daily Sun: 21 April 2016

৯. Daily Star (2016). "Orion to set up 635MW coal power plant". The Daily Star: 22 April 2016

১০. BPDB (2022). Power Sector Progress Report. Bangladesh Power Development Board (BPDB): 9 March 2022

১১. BPDB (2023). Power Sector Progress Report. Bangladesh Power Development Board (BPDB): 16 November 2023

১২. BPDB (2024). Power Sector Progress Report. Bangladesh Power Development Board (BPDB): 15 August 2024

১৩. BWGED (2024*a*). "Energy and Power Sector Reforms: Expectations of the Civil Society". Bangladesh Working Group on Ecology and Development (BWGED): 12 September 2024

১৪. OP2DL (2023). Environmental Impact Assessment (EIA) for 635 MW Coal-based Thermal Power Plant at Matarbari, Moheshkhali, Cox's Bazar. EQMS Consulting Limited for Orion Power Unit-2 Dhaka Limited (OP2DL): September 2023

১৫. CPGCBL (2023). Future Project. Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL): Last updated 24 December 2023, accessed 13 April 2025

১৬. BWGED (2024*b*). Open Letter for Cancelling Land Leasing for Orion 635 MW Matarbari Coal Power Plant. Bangladesh Working Group on Ecology and Development (BWGED): 30 October 2024

১৭. Khan, S. (2014). "Orion Power starts with own funds". The Daily Star: 22 March 2014

১৮. Orion (2025). "Orion Power Dhaka Unit-2 Limited". Orion Group: Accessed on 11 April 2025

১৯. Daily Star (2016). "US Exim bank urged to refrain from financing". The Daily Star: 30 June 2016

২০. Uddin, A.Z. (2020). "Target forex reserve". The Daily Star: 28 October 2020

২১. TBS (2021). "Orion Group to get syndicate loan for coal-based power generation". The Business Standard (TBS): 2 November 2021

২২. Bashar, R. (2021). "বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে বিদ্যুতে ঋণ!". Channel I Online: 3 March 2021

২৩. Suprobhat (2022). "কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে যতখুশি তত ঋণ". Suprobhat: 8 November 2022

২৪. Hasan, M.M. (2024). "BB's strange bid to save Orion plant". The Daily Star: 3 September 2024

২৫. FE (2024). "Big-deal Tk 15.52b loan for Orion solar project blocked". The Financial Express (FE): 2 September 2024

২৬. DOE (2024). Draft EIA Report for Public Comments. Department of Environment (DOE): February 2024, accessed 16 April 2025

২৭. OP2DL (2023). *ibid*.

২৮. Myllyvirta, L. (2020). Air quality, health and toxic impacts of the proposed coal power cluster in Payra,Bangladesh. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA): May 2020

২৯. EPA(2024). Health Effects of Exposures to Mercury. United States Environmental Protection Agency (EPA): 5 December 2024

৩০. OP2DL (2023). *ibid*.

৩১. CPGCBL (2013). Report on Environmental Impact Assessment of Construction of Matarbari 600X2 MW Coal-fired Power Plant and Associated Facilities. Tokyo Electric Power Services Company Limited (TEPSCO) for Coal Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL): June 2013

৩২. OP2DL (2023). *ibid*.

৩৩. OP2DL (2023). *ibid*.

৩৪. IFC (2012). Performance Standard 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention. International Finance Corporation (IFC): 1 January 2012

৩৫. ADB (2009). Safeguard Policy Statement (SPS). Asian Development Bank (ADB): June 2009

৩৬. OP2DL (2023). *ibid*.

৩৭. Mehedi, H. & Dinker, V. (2022). Adani Godda Coal Power Plant: An Achilles Heel of the Power Sector of Bangladesh. Bangladesh Working Group on Ecology and Development (BWGED) and Growthwatch: June 2022

অধিকতর তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :

Coastal Livelihood and Environmental Action Network
clean

৪ মল্লিকবাড়ি রোড, বয়রা-রায়েরমহল, খুলনা ৯০০০, বাংলাদেশ
ইমেইল : info@cleanbd.org, ওয়েবসাইট : https://www.cleanbd.org